ওয়াদা পূর্ণ করা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আওয়াজ শুনো, তখন তোমরাও সেরূপ বলো, যেরূপ সে বলছে, অতঃপর আমার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করো। কেননা, যে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে **আল্লাহ্ তায়ালা** তার প্রতি ১০টি রহমত প্রেরণ করে।"

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব..., বাবু মা'জা ফি ফদ্বলুন নবী, ৫/৩৫৩, হাদীস: ৩৬৩৪)

ইয়া নবী! তুঝ পে লাখোঁ দরূদ ও সালাম, ইচ পে হে নায মুঝ কো হোঁ তেরা গোলাম।
আপনি রহমত চে তু শাহে খাইরুল আনাম, মুঝ চে আছি কা ভি নায বরদার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ওয়াদা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রাণের পরোওয়া করেনি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"দ্বীন ও দুনিয়া কি আনোকি বাতেঁ"** এর ৪৫৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: নোমান বিন মুনযার নামক আরবের এক বাদশাহ ছিলো, যে বছরে দু'টি দিন নির্ধারণ করেছিলো যে, একদিন মানুষের মধ্যে যে তার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করতো, তাকে উপহার ও উপঢৌকন প্রদান করতো এবং আর একদিন এমন ছিলো, যে সেদিন তার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করতো, তাকে হত্যা করে দিতো। 'তে' নামক সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি অনাহার অর্ধাহারে অতিষ্ট হয়ে বাইরে বের হলে তার সাক্ষাৎ

www.dawateislami.net

নোমান বিন মুনযার এর সাথে সেই দিন হলো যেদিন সে প্রথম সাক্ষাতকারীকে হত্যা করে দিতো এবং সে তার সাথে সাক্ষাৎকৃত প্রথম ব্যক্তিই ছিলো। সেই ব্যক্তি যখন নিজের হত্যা সম্পর্কে নিশ্চিত (Definite) হয়ে গেলো তখন সে বাদশাহকে বললো: আপনি আমাকে এখনই হত্যা করুন বা দিনের শেষভাগে, একই কথা কিন্তু আমার ছোট ছোট শিশু রয়েছে এবং পরিবার পরিজন ক্ষুধার্ত, যদি আপনি আমাকে সামান্য সুযোগ দিতেন তবে আমি আমার পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতাম এবং তাদের জন্য ওসীয়ত করে আসতাম। বাদশাহের তার অবস্থার প্রতি দয়া হলো তখন তাকে বললো: তোমার ফিরে আসার জামানত কে দেবে যে, যদি তুমি ফিরে না আসো তবে তোমার পরিবর্তে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। সেই ব্যক্তি বাদশাহের বন্ধু শরীক বিন আ'দীর দিকে তাকালো এবং তাকে জামিন (Guarantor) হওয়ার জন্য আরয করলো। শরীক বিন আ'দী বললো: আমি তার জামানত দিলাম। সুতরাং সেই ব্যক্তি চলে গেলো, সূর্য ঢলে পড়লে বাদশাহ শরীক বিন আ'দীকে বললো: দুপুর ঢলে পড়েছে কিন্তু এখনো সে এলো না। শরীক বললে: সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় রয়েছে। যখন সন্ধ্যা হতে চললো তখন বাদশাহ শরীককে বললো: তোমার সময় এসে গেছে (সুতরাং এবার) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। শরীক বললো: আমি এক ব্যক্তিকে আসতে দেখছি এবং আমার মনে হয় সে তে সম্প্রদায়ের সেই ব্যক্তি, যদি সে সেই ব্যক্তি না হয় তবে আপনি আমাকে হত্যা করতে পারেন। বাদশাহ তাকে দেখে কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঝুকিয়ে নিলো অতঃপর মাথা উঠিয়ে তাকে বললো: হে তে সম্প্রদায়ের ব্যক্তি! তুমি ওয়াদা পূরণের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে এবং শরীককে বললো: হে শরীক! তুমিও দয়া ও মনুষত্বের চরম উদাহরণ দেখালে। (শুনো) আমি আজ থেকে তোমাদের দু'জনের কারণেই হত্যা করার দিনটি প্রত্যাহার করে দিলাম। অতঃপর বাদশাহ সেই তে সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে বললো: তোমাকে ওয়াদা পূরণ করার জন্য কোন বিষয়টি উদ্বুদ্ধ করেছে, অথচ এতে তোমার প্রাণ চলে যেতো? সে বললো: ওয়াদা পূরণ করাই হচ্ছে আমার ধর্ম (Religion) এবং যাতে ওয়াদা পূরণ করা থাকবে না তা কোন ধর্মই নয়। একথা শুনে বাদশাহ তাকে উপহার ও উপঢৌকন প্রদান করলেন এবং তাকে স্ব-সম্মানে তার পরিবারের নিকট ফিরিয়ে দিলেন। **(দ্বীন ও দুনিয়া কি আনোকি বাতেঁ, ৪৫৯ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা দ্বারা অনুমান করুন যে, পূর্ববর্তী মানুষের মাঝে কল্যাণ কামনা, দয়া ও সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এবং ওয়াদা পূরণের প্রেরণা কিরূপ ভরপুর ছিলো! অথচ মন্দ সময়ে বিশেষকরে যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, এমন সময়ে পর তো পরই আপনরাও সঙ্গ ত্যাগ করে, প্রাণ দেয়ার দাবীকারীও মূখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওয়াদা পূরণ করার পরিবর্তে ওয়াদা ভঙ্গ আর ধোঁকাবাজি করে থাকে, কিন্তু যারা নিজের দ্বীনের প্রতি দৃঢ়ভাবে আমলকারী হয়ে থাকে, খোদাভীতির আলোতে যাদের অন্তর আলোকীত হয়, যাদের অন্তরে মুসলমানের কল্যাণের পবিত্র প্রেরণা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, ওয়াদা পূরণ করা যাদের রক্তে মিশে আছে, তবে তাদের উপর যখন কোন পরীক্ষা এসেও যায় তখন **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত তাদের নিরাশ (Disappoint) করে না বরং তাদের সহায়তা করে থাকেন, অতঃপর না শুধু তাদের দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেন বরং তাদের সদকায় অন্যান্য লোকও ধ্বংস হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে। সুতরাং আমাদের উচিৎ, আমরাও যেন দুঃখী মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করি, বিপদের সময় সহযোগিতা করি, তাদের সমবেদনা জানাই, সকল জায়িয পদ্ধতিতে তাদের মঙ্গল কামনা করি এবং সাহায্য করি। কেননা, হাদীসে পাকে মুসলমানকে সাহায্য করার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে (ব্যক্তি) কোন মুমিনের দুনিয়াবী কোন কষ্ট দূর করলো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার কিয়ামতের কষ্ট দূর করে দিবেন। যে (ব্যক্তি) কোন অভাবীর প্রতি সহজতা করলো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সহজতা প্রদান করবেন। যে (ব্যক্তি) কোন মুসলমানের দোষক্রটি গোপন করলো, **আল্লাহ্ তায়ালা** দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষক্রটি গোপন করবেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** বান্দারকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে লেগে থাকে।

(মুসলিম, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া..., বাবু ফদলিল ইজতিমা..., ১১১০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৮৫৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ তুমি কারো দুনিয়াবী বিপদ দূর করো!

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালা তোমার থেকে আখিরাতের বিপদ দূর করে দিবেন। তুমি মু'মিনকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী প্রশান্তি দান করো! **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাকে চিরস্থায়ী আখিরাতে স্থায়ী প্রশান্তি দান করবেন। কেননা, দয়ার পরিবর্তে দয়াই পেয়ে থাকে। এই হাদীস শরীফটি অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। কোন মুসলমানের পা থেকে কাঁটা বের করাও বৃথা যায় না, হাদীসে পাকের এটা উদ্দেশ্য নয় যে, শুধুমাত্র কিয়ামতেই প্রতিদান অর্জিত হবে বরং কিয়ামতের প্রতিদান তো অবশ্যই অর্জিত হবে, যদিওবা কখনো দুনিয়াতেও অর্জিত হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন: যে ঋণগ্রস্থকে ক্ষমা বা অবকাশ দেয়, গরীবের অভাব দূর করে, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দ্বীন ও দুনিয়ায় তার কষ্ট সহজ হবে। **(মীরাতুল মানাজিহ, ১/১৮৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, অভাবী মুসলমানদের সাহায্য করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ এবং অসংখ্য উপকারীতা ও প্রতিদান অর্জনের মাধ্যম। মনে রাখবেন! ওয়াদা পূরণ করাও মুসলমানের সাহায্য করারই একটি মাধ্যম, যেমন; কেউ আপন মুসলমান ভাইয়ের অভাব পূরণের জন্য এই শর্তে ঋণ দিলো যে, অমুক তারিখের মধ্যে পরিশোধ করে দেবে। কেননা, আমি এই টাকাটি আমার প্রয়োজনে রেখেছিলাম, ঋণ গ্রহিতাও ওয়াদা করলো যে, সময়মত টাকা পরিশোধ করে দেবো এবং সে তার ওয়াদা পূরণও করে দিলো, এভাবে একদিকে ঋণ দাতা একজন অভাবী মুসলমানকে সাহায্য করলো, আর অপরদিকে সেই অভাবী মুসলমানও ওয়াদা অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ করে সেই ঋণ গ্রহিতাকে সাহায্য করলো, যেন সে সময় মতো নিজের টাকায় প্রয়োজন সারতে পারে। তবে ওয়াদা চাই **আল্লাহ্ তায়ালা**র সাথে হোক বা বান্দার সাথে সর্বাবস্থায় পূরণ করা আমাদের জন্য ফরয। কেননা, ওয়াদা পূরণ করা ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোরআনে করীম ও হাদীসে পাকে ওয়াদা পূরণ করার আদেশ, এর গুরুত্ব, এর ফযীলত এবং ওয়াদা ভঙ্গ করার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। যেমনিভাবে- ১৫তম পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৪ নং আয়াতে ওয়াদা পূরণের গুরুত্বকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

www.dawateislami.net

وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۴﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং অঙ্গীকার পূরণ করো; নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

কোরআনের মুফাসসীর, হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে লিখেন: আয়াতে মোবারাকায় ওয়াদা পূরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, হোক তা **আল্লাহ্ তায়ালা**র (ওয়াদা) বা বান্দার (ওয়াদা)। **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি অঙ্গীকার হলো **তাঁর** ইবাদত করা। (তাফসীরে খাযিন, আল আসরা', ৩৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/১৭৪) এবং বান্দার সাথে ওয়াদার মধ্যে প্রত্যেক জায়িয ওয়াদাই অন্তর্ভূক্ত। আফসোস! শত কোটি আফসোস!! ওয়াদা পূরণ করার বিষয়েও আমাদের অবস্থা তেমন ভাল নয় বরং ওয়াদা ভঙ্গ করাই আমাদের জাতীয় অভ্যাস হয়ে গেছে। নেতা (Leader) জনগনের সাথে অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং লোকেরা অন্যের সাথে অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে দেয়। (সীরাতুল জিনান, ৫/৪৫৮)

তাফসীরে **"তাবারী"**তে বর্ণিত রয়েছে: নিশ্চয় **আল্লাহ্ তায়ালা** ওয়াদা ভঙ্গকারীর কৈফিয়ত গ্রহণ করবেন, এজন্য হে লোকেরা! তোমাদের সাথে যাদের অঙ্গীকার হয়েছে, তা ভঙ্গ করো না। কেননা, ওয়াদা ভঙ্গ করে বিশ্বাস ঘাতকতা করো না। (তাফসীরে তাবারী, আল আসরা', ৩৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৭৮)

১৩ পারার সূরা রা'দ এর ২০ নং আয়াতে ওয়াদা পূরণকারীর শান বর্ণনা করতে গিয়ে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿۲۰﴾

(পারা ১৩, সূরা রা'দ, আয়াত ২০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ঐসব লোক, যারা **আল্লাহ্**র প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বেড়ায় না।

কোরআনের মুফাসসীর, হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: অর্থাৎ আখিরাতের উত্তম প্রতিদান ব্যাপারে তাদের জন্যই, যারা **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, **তাঁর** রব (প্রতিপালক) হওয়ার স্বাক্ষ্য দেয় এবং **তাঁর** আদেশ মান্য করে। **আল্লাহ্ তায়ালা**র সাথে করা অঙ্গীকার এবং সেই ওয়াদাসমূহ ভঙ্গ করে না, যা তারা মানুষের সাথে করেছে।

(রুহুল বয়ান, ২০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৩৬৩)

www.dawateislami.net

১৮ পারার সূরা মু'মিনুন এর ৮ থেকে ১১ নং আয়াতে ওয়াদা পূরণকারীদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। যেমনিভাবে- **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ﴿۸﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ﴿۹﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ﴿۱۰﴾ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱﴾

(পারা ১৮, সূরা মু'মিনুন, আয়াত ৮-১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ঐসব লোক, যারা তাদের আমানতগুলো ও নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, এবং ঐসব লোক, যারা নিজ নিজ নামায সমূহের প্রতি যত্নবান হয়। এসব লোকই উত্তরাধিকারী যে, তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার পাবে; তারা তাতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

সদরুল আফাযিল মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সূরা মু'মিনুনের বর্ণনাকৃত অষ্টম আয়াতে মোবারাকার আলোকে বলেন: হোক সেই আমানত **আল্লাহ্ তায়ালা**র বা সৃষ্টির (লোকের) এবং এভাবে অঙ্গীকার **আল্লাহ্ তায়ালা**র সাথে হোক বা সৃষ্টির সাথে, সবই পূরণ করা আবশ্যক।

(খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১৮, আল মু'মিনুন, ৮ নং আয়াতের পাদটিকা)

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: সকল প্রকার দায়িত্ব যা মানুষ তাদের যিম্মায় নেয়, হোক এর সম্পর্ক দ্বীনের সাথে, কথাবার্তার সাথে বা চরিত্রের সাথে, তা পূরণ করা হচ্ছে মুসলমানের অনন্য শান। **(তাফসীরে কুরতুবী, পারা ১৮, আল মু'মিনুন, ৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৮৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ইসলামে ওয়াদার কিরূপ গুরুত্ব রয়েছে এবং ওয়াদাপূরণকারী কিরূপ সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে যে, যার শান ও শওকতকে কোরআনে করীমের পবিত্র আয়াতে খুবই সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং মুসলমান হওয়ার কারণে আমাদের উচিৎ, যেমনিভাবে আমরা নিজেরা অন্যের প্রতি এই বিষয়ে আশা রাখি যে, কেউ যেন আমাদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ না করে, আমাদের ধোঁকা না দেয় এবং নিজেদের কৃত ওয়াদা পূরণ করে, এমনিভাবে আমাদের নিজেকেও এই বিষয়ে অভ্যস্ত করতে হবে যে, যখনই আমরা কারো সাথে ওয়াদা করি তবে ওয়াদা ভঙ্গ করার পরিবর্তে দেরী না করে ওয়াদা পূরণ করার

www.dawateislami.net

ভরপুর চেষ্টা করা। হ্যাঁ! যদি পূর্ব থেকেই ওয়াদা পূরণ করতে না পারার সম্ভাবনা থাকে, তবে এখন ওয়াদা করা থেকে বাঁচুন। কেননা, ওয়াদা করা তো অনেক সহজ, কিন্তু তা পূরণ করা, কঠিন (Difficult) হয়ে থাকে। মুহাল্লাব বিন আবি সুফরাহ তার সন্তান আব্দুল মালিককে উপদেশ দিতে গিয়ে বললো: হে বৎস! ওয়াদা করাতে অগ্রগামী হয়ো না। কেননা, ওয়াদা করা তো সহজ, কিন্তু তা পূরণ করা কঠিন। **(শুয়াবুল ঈমান, আস সানী ওয়া সালাসুন, বাবু ফিল আইফা বিল ওকুদ, ৪/৮২, হাদীস: ৪৩৬১)** অনেক সময় ওয়াদা ভঙ্গ করাতে হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উপদেশমূলক বাণী হচ্ছে: তোমরা কারো সাথে এমন ওয়াদা করো না, যা পূরণ করতে পারবে না, নতুবা তোমাদের ও তাদের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যাবে। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যুহুদ, বাবু মিনহু ফিল মুয়ায়িয..., ১০/৪০৫, নম্বর: ১৭৭২৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কতইনা সুন্দর এবং উত্তম উপদেশ দিয়েছেন এবং হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে বাঁচার জন্য কিরূপ উত্তম উপায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমাদের সমাজে ওয়াদা ভঙ্গ করা অনেক প্রসার লাভ করছে, শিশু হোক বা বড়, পুরুষ হোক বা নারী, বৃদ্ধ হোক বা যুবক, সন্তান হোক বা পিতামাতা, শাসক হোক বা শাসিত, অফিসার হোক বা কর্মচারী, ডাক্তার হোক বা রোগী, কারিগর হোক বা হেলপার, দোকানদার হোক বা গ্রাহক, বাড়িওয়ালা হোক বা ভাড়াটিয়া, শিক্ষক হোক বা ছাত্র, আত্মীয় হোক বা প্রতিবেশী, দুনিয়াদার হোক বা ধর্মীয় পোষাকধারী ব্যক্তি। মোটকথা ওয়াদা ভঙ্গ করার এই বিধ্বংসী রোগ প্রায় সকল সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে নিজের বাহুবন্ধনে নিয়ে নিয়েছে এবং ওয়াদা ভঙ্গের ভয়াবহতার কারণে মুসলমানদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ এবং ব্যক্তিগত মনমালিন্য বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। মনে রাখবেন! ওয়াদা ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ, না-জায়িয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আর ওয়াদা ভঙ্গ করার প্রতি হাদীসে মোবারাকায় খুবই কঠিন শাস্তির সতর্কতা এসেছে। আসুন! ওয়াদা ভঙ্গর নিন্দা সম্বলিত **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি এবং শিক্ষা গ্রহণ করি।

www.dawateislami.net

১. ইরশাদ হচ্ছেঃ যে (ব্যক্তি) কোন মুসলমানের সাথে ওয়াদা খেলাফী (ভঙ্গ) করে, তবে তার উপর **আল্লাহ্ তায়ালা**, ফিরিশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ। আর না তার কোন ফরয কবুল হবে, না নফল।

(বুখারী, কিতাব ফাযায়িলেল মদীনা, বাব হারামিল মদীনা, ১/৬১৬, হাদীসঃ ১৮৭)

২. ইরশাদ হচ্ছেঃ লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষন তারা নিজেদের লোকের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করবে না।

(আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম, বাবুল আমরু ওয়ানাহী, ৪/১৬৬, হাদীসঃ ৪৩৪৭)

৩. ইরশাদ হচ্ছেঃ ওয়াদা হলো ঋণের ন্যায়। ধ্বংস তার জন্য যে ওয়াদা করে এবং অতঃপর তার বিপরীত করে, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস।

(মুজামুল আউসাত, বাবুল হা, মান আসমাহুল হামযা, ২/৩৫১, হাদীসঃ ৩৫১৪)

৪. ইরশাদ হচ্ছেঃ মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন রয়েছেঃ (১) যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, (২) যখন ওয়াদা করে তখন পূরণ করে না এবং (৩) যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় তখন তার খেয়ানত (Dishonesty) করে।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানি খেচালিল মুনাফিক, ৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২১১)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত শেষ হাদীসে পাকের আলোকে বলেনঃ এই হাদীসে মুনাফিকদের তিনটি এমন নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে, যার সম্পর্ক কথা, কাজ এবং নিয়্যতের মধ্যে থেকে একটি একটি। মিথ্যা, কথার ফ্যাসাদ, খেয়ানত (ধোকা দেয়া) কাজের ফ্যাসাদ এবং ওয়াদা ভঙ্গ হলো নিয়্যতের ফ্যাসাদ। যে মুনাফিক হবে তার মধ্যে এই তিনটি বিষয় অবশ্যই থাকবে, কিন্তু এটা আবশ্যক নয় যে, যার মধ্যে এই তিনটি বিষয় পাওয়া যায় সে মুনাফিকই হবে, তাই যদি কোন মুসলমানের মাঝে এই বিষয়গুলো পাওয়া যাবে, তাকে মুনাফিক বলা জায়িয নয়, হ্যাঁ! এটা বলা যাবে যে, তার মাঝে মুনাফিকের নিদর্শন রয়েছে। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/৩৪৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ওয়াদা ভঙ্গকারী ব্যক্তি কিরূপ দূর্ভাগা ও মূর্খ যে, ওয়াদা ভঙ্গ করে **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর** নিস্পাপ ফিরিশতাদের অভিশাপের অধিকারী হয়, মুনাফিকের আপদে পতিত হয় এবং ফরয ও ওয়াজিব কবুল হওয়ার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়। আফসোস যে, আর অন্তরের

www.dawateislami.net

কঠোরতা এতোই বেড়ে গেছে যে, ওয়াদা ভঙ্গের শাস্তির কথা শুনার পরও আমাদের এই গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতাই সৃষ্টি হয় না। লোকেরা আমাদেরকে বিশ্বাস করে আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সময় নেয়, আমাদের প্রয়োজনের সময় ঋণ দেয়, আমাদেরকে তাদের গোপনীয়তার রক্ষক বানায় কিন্তু আমরা এরূপ অপদার্থ যে, ওয়াদা ভঙ্গ করে তাদের আশা ভঙ্গ করে দিই এবং তাদের বিশ্বাসকে ক্ষতবিক্ষত করে খুবই প্রশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করি। ওয়াদা পূরণের বিষয়ে যদি ঐ সকল নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বদের অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর চরিত্র অধ্যয়ন করি তবে সম্ভবত আমাদের মাথা লজ্জায় অবনত হয়ে যাবে। কেননা, সেই ব্যক্তিত্বরা আমাদের মতো ওয়াদা করে তার বিপরীত করা বা বিনা কারণে টাল বাহানা করার লোক ছিলো না বরং নিজের ওয়াদাকে সর্বদা পূর্ণ করতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সন্তান হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল জবীহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ওয়াদা পূরণ করার একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবন করি:

ওয়াদা পূরণের সত্য নবী

হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন আকীল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কোন এক ব্যক্তির সাথে এক স্থানে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করলো, নির্দিষ্ট সময়ে তিনি সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি ভূলে গেলো, তিনি সেখানেই অপেক্ষা করতে রইলেন, এমনকি সন্ধ্যা হয়ে গেলো এবং রাতেও তিনি সেখানে অবস্থান করেন, পরদিন সেই ব্যক্তি এলো এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো যে, আপনি কি কাল থেকে এখানে? যাননি? তিনি বললেন: না, আমি কাল থেকে এখানেই। একথা শুনে সেই ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করলো যে, আমি কাল আসতে ভূলে গেছি, তার কথা শুনে তিনি বললেন: যতক্ষন তুমি আসতে না ততক্ষন আমি এখানেই অবস্থান করতাম, এই কারণেই তিনি সত্যবাদী (Truthful) হয়ে গেলেন। **(তাফসীরে তাবারী, সূরা মরিয়ম, ৮/৩৫১)**

তাঁর এর এই গুণ বর্ণনা করে **আল্লাহ্ তায়ালা** ১৬তম পারার সূরা মরিয়মের ৫৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿۵۴﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং কিতাবের মধ্যে ইসমাঈলকে স্মরণ করুন! নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী ছিলো এবং রাসূল ছিলো, অদৃশ্যের সংবাদ সমূহ বর্ণনাকারী;

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর দৃষ্টিতে ওয়াদার কিরূপ গুরুত্ব ছিলো যে, এর কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁকে "صَادِقُ الْوَعْد অর্থাৎ ওয়াদায় সত্যবাদী" এই উপাধী প্রদান করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের **আক্বা ও মওলা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বায়ও এই মহান গুণ পরিপূর্ণভাবে দেখা যেতো, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمও **তাঁর** সম্পূর্ণ জীবন (Whole-life) ওয়াদা পূরণ করে কাটিয়েছেন এমনকি তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তো অমুসলিমদের সাথে কৃত ওয়াদাকেও খুবই গুরুত্ব প্রদান করতেন।

হে যুবক! তুমি তো আমাকে কষ্টে ফেলে দিলে

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হামসাআ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর থেকে কিছু মাল ক্রয় করেছিলাম, এব্যাপারে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কিছু টাকা আমার নিকট রয়ে গিয়েছিলো, আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বললাম: আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন! আমি এখনি ঘর থেকে টাকা এনে এই স্থানেই আপনার দরবারে উপস্থিত হচ্ছি। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই স্থানে অপেক্ষা করার ওয়াদা করলেন, কিন্তু আমি ঘরে এসে নিজের ওয়াদার কথা ভূলে গেলাম। অতঃপর তিনদিন পর যখন আমার মনে হলো তখন টাকা নিয়ে আমি সেখানে পৌঁছলাম, দেখলাম কি, **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই স্থানেই আমার অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কপালে চিন্তার লেশ মাত্র ছিলো না এবং এটি ছাড়া **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আর কিছুই বললেন না যে: হে যুবক! তুমি আমাকে কষ্টে ফেলে দিলে। কেননা, আমি আমার ওয়াদা অনুযায়ী তিনদিন পর্যন্ত এখানেই তোমার অপেক্ষা করছি। **(আশ শিফা, বে'তারিফে হুকুকুল মুস্তফা, ১২৬ পৃষ্ঠা, ১ম অংশ)**

www.dawateislami.net

খোদা জিন কো নওয়াযে যিকির কে লাযযাত ওহ পাতে হে,
কিয়া থা ওয়াদা জু রোযে আযাল উচ কো নিভাতে হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ আপনার শুনলেন তো! **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওয়াদা পূরণের ক্ষেত্রে কিরূপ অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আবী হামসাআ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর প্রতি কৃত ওয়াদাকে কিভাবে উত্তমভাবে পূরণ করলেন, এমনকি এই ওয়াদা পূরণে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। নিশ্চয় অপেক্ষার দীর্ঘতা এবং এতে ধৈর্য ও দৃঢ়তা, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চরিত্রের উচ্চতর উদাহরণ স্বরূপ।

তেরে খুলক কো হক নে আযীম কাহা, তেরে খিলক কো হক নে জমীল কিয়া,
কোয়ী তুঝ সা হুয়া হে না হোগা শাহা, তেরে খালিকে হুসনও আদা কি কসম।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হে আমার **দয়ালূ আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনার মোবারক স্বভাবকে মহৎ বলে ঘোষণা করেছেন এবং আপনার সৌভাগ্য মন্ডিত জন্ম হাজারো সৌভাগ্য ও বরকত নিয়ে এসেছে, এমনি অনন্য সুন্দর কাউকেও সৃষ্টি করেননি। হে আমার **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার ন্যায় কেইবা হতে পারে? হ্যাঁ, হ্যাঁ! জমিন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তার শপথ! আপনার মতো কেউ নাই।

ওয়াদা পূরণ

হযরত সায়্যিদুনা খুযাইফা বিন ইয়ামান ও হযরত সায়্যিদুনা হুসাইল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এই দু'জন সাহাবী কোন স্থান থেকে আসছিলেন, পথে ইসলামের শত্রুরা তাঁদের পথরোধ করে জিজ্ঞাসা করলো: তোমরা দু'জন বদরের ময়দানে হযরত **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সাহায্য করার জন্য যাচ্ছো। তারা উভয়ে অস্বীকার করলো এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ (Participate) না করার ওয়াদা করলেন, তখন তারা এই দু'জনকে ছেড়ে দিলো। যখন তারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং নিজেদের ঘটনা বর্ণনা করলো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই

www.dawateislami.net

দু'জনকে যুদ্ধের সারি থেকে পৃথক করে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: আমরা সর্বাবস্থায় ওয়াদা পূরণ করবো, আমাদের শুধুই **আল্লাহ্ তায়ালা**রই সাহায্য প্রয়োজন।

(মুসলিম, কিতাবুয যিহাদ ওয়াস সেয়র, বাবুল ওয়াফা বিল এহেদ, হাদীস: ৪৬৩৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! যখন যুদ্ধের সময় হয় তখন এক একজন সিপাহী বড়ই মূল্যবান হয়ে থাকে, কিন্তু কোরবান হয়ে যান! **তাজেদারে রিসালত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই সিদ্ধান্তের প্রতি যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু অমুসলিমদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণের জন্য ইসলামী সৈন্য থেকে নিজের দু'জন বাহাদুর এবং খুবই পরিশ্রমী সাহাবাকে পৃথক করে দিলেন, কিন্তু তাদের সাথে কৃত ওয়াদার খেলাফ করতে দিলেন না।

হে রাসূলের ভালবাসার দাবীকারী আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! ভাবুন তো একবার! যেই **দয়ালু আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম, তার শান তো এরূপ যে, অমুসলিমদের সাথে কৃত ওয়াদারও খেলাফ করতেন না, আর অপরদিকে আমরা যে, আপন মুসলমান ভাইদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে তাদের অন্তরে কষ্ট দিয়ে থাকি এবং অধিকহারে ওয়াদা ভঙ্গর গুনাহে লিপ্ত হয়ে কথায় কথায় মিথ্যা বলি আর গর্বের ভঙ্গিতে এরূপ বলতে শুনা যায় যে, আমি অমুককে ধোঁকা দিয়ে দিয়েছি, অমুককে মিথ্যায় লিপ্ত করে দিয়েছি ইত্যাদি مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ অন্যদিকে আমাদের বুযুর্গদের জীবনচরিত কতই না সুন্দর ছিলো যে, যারা সর্বাবস্থায় নিজের কৃত ওয়াদা পূরণ করতেন, মুসলমানদের ভাল ধারণার সম্মান রাখতেন এবং তাঁদের বিশ্বাসে ছিড় ধরা থেকে বেঁচে থাকতেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে দু'টি শিক্ষানীয় ঘটনা শ্রবণ করি:

মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ইহইয়াউল উলুমে** বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর ইবনে আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর ইন্তিকালের সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন বললেন: একজন কুরাইশী ব্যক্তি আমার নিকট আমার মেয়েকে চেয়েছিলো আর আমি তার সাথে অস্পষ্ট ওয়াদা করেছিলাম। খোদার কসম! আমি **আল্লাহ্ তায়ালা**র সাথে নিফাকের তৃতীয় নিদর্শন (ওয়াদা ভঙ্গ করা) সহকারে সাক্ষাৎ করতে চাই না, আমি তোমাদের

www.dawateislami.net

সবাইকে সাক্ষী করছি যে, আমি আমার মেয়ের বিবাহ সেই ব্যক্তির সাথে করিয়ে দিলাম। **(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু আফাতিল লিসান, ৩/১৬৪)**

ডাকাতের সর্দারের তাওবা

হুযুরে গাউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর কাফেলার সাথে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য জিলান থেকে বাগদাদে যাচ্ছিলেন, তখন পথে ডাকাতেরা কাফেলাকে লুটে নিলো, এক ডাকাত তাঁর নিকট আসলো এবং জিজ্ঞাসা করলো: তোমার নিকট কি আছে? তিনি বললেন: থলের ভেতর চল্লিশ (৪০) দিনার রয়েছে। ডাকাত ঠাট্টা মনে করে চলে গেলো। অপর এক ডাকাত আসলো, তিনি তাকেও এই উত্তর দিলেন। যখন সকল ডাকাত কাফেলাকে লুণ্ঠন করে সর্দারের নিকট একত্র হলো তখন তাঁকে ডাকা হলো। সর্দার জিজ্ঞাসা করলো: তোমার নিকট কি আছে? তিনি বললেন: চল্লিশ দিনার। তাঁকে তল্লাশি করে যখন আসলেই চল্লিশ দিনার পাওয়া গেলো তখন সর্দার জিজ্ঞাসা করলো: বৎস! তোমাকে সত্য কথা বলতে কোন জিনিষটি উদ্ভুদ্ধ করেছে? বললেন: আমি আমার আম্মাজানের সাথে সর্বদা সত্য কথা বলার ওয়াদা করেছি, একথা শুনে ডাকাত সর্দার কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো: এই শিশুটি তাঁর মায়ের সাথে কৃত ওয়াদাকে ভূলে যায়নি আর আমি আমার **প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা**র সাথে কৃত ওয়াদা ভূলে তাঁর নাফরমানী করছি! সুতরাং তখনই ডাকাত সর্দার তার সাথীদের নিয়ে তাওবা করলো এবং কাফেলার লুণ্ঠিত মাল ফিরিয়ে দিলো।

(বাহজাতুল আসরার, যিকির তরীকা, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

১২টি মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ হলো "মাদানী কাফেলা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ্ ওয়ালারা ওয়াদা পূরণের ব্যাপারে কিরূপ মাদানী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন যে, যেকোন বিপদজনক অবস্থায়ও **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদেশের প্রতি আমলকারী থাকতেন এবং ওয়াদা পূরণের জন্য ভরপুর ভাবে সচেষ্ট থাকার জন্য লক্ষ্য রাখতেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, এরূপ ব্যক্তিদের সহচর্যে (Company) থাকা, যেন তাদের বরকতে আমাদেরও ওয়াদা পূরণের মাদানী মানসিকতা এবং ওয়াদা ভঙ্গ করা থেকে মুক্তি নসীব হয়।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের সহচর্যের বরকতে অন্যান্য বরকতের পাশাপাশি ওয়াদা পূরণেও অধিকহারে মানসিকতা তৈরী হয়, সুতরাং আপনারাও এই মাদানী মানসিকতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে **১২**টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে মাসিক একটি কাজ হলো প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিনের **"মাদানী কাফেলায় সফর করা"**। হাদীসে মোবারাকায় বিভিন্ন স্থানে **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে সফর করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে বান্দার পা **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে ধুলামলিন হলো, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (বুখারী, কিতাবুজ জিহাদ ওয়াস সেয়র, বাবু মান আগবারাতি কদমাহু..., ২/২৫৭, হাদীস: ২৮১১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সফর করা যেমনিভাবে আখিরাতের জন্য উপকারী তেমনিভাবে দুনিয়াতেও বিপদাপদ, দুঃখ দূর্দশা এবং কষ্ট দূর হয়ে যাওয়ারও মধ্যম। আসুন! মাদানী কাফেলার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

৬ বছরের পুরোনো রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হলো

বাবুল মদীনার (করাচী) এর এক স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের বোন ৬ বছর ধরে খুবই কষ্টদায়ক রোগ একজিমায় (Eczema চামড়ার এক ধরনের রোগ) আক্রান্ত ছিলো। অনেক চিকিৎসা করিয়েছে কিন্তু কোন উপকার হয়নি, যার কারণে তার চিন্তা বৃদ্ধি পেতে লাগলো, এমন সময় তার ভাইয়ের সাক্ষাৎ একজন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের সাথে হলো। সে তার পেরেশানির কথা আলোচনা করলো তখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলার বিভিন্ন বাহার বর্ণনা করলেন যে, যারা কষ্ট থেকে মুক্তি এবং রোগ বালাই থেকে শিফা অর্জনের উদ্দেশ্যে **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে সফর করে তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের মনের আশা পূরণ করে দেন, সুতরাং আপনিও মাদানী কাফেলায় সফর করে আপনার বোনের শিফার জন্য দোয়া করুন। সেই ইসলামী ভাই যখন মাদানী কাফেলার বরকত শুনলো তখন সাথে সাথেই মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়্যত করে নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর বরকত এভাবে প্রকাশ পেলো যে, তার বোন দিনদিন সুস্থ হতে থাকলো এবং

www.dawateislami.net

কিছুদিনের মধ্যেই **আল্লাহ্ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহে তার এই ৬ বছরের পুরোনো কষ্টদায়ক রোগ থেকে মুক্তি অর্জিত হয়ে গেলো।

মাদানী কাফেলার গুরুত্ব সম্বলিত আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও অধিকহারে মাদানী কাফেলার বরকত অর্জনের জন্য প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিন মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অবশ্যই অর্জন করা উচিৎ। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী কাফেলা এবং এতে সফরকারী আশিকানে রাসূলকে খুবই ভালবাসেন। আসুন! মাদানী কাফেলার গুরুত্ব সম্বলিত তাঁর পাঁচটি বাণী শ্রবণ করি:

- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র স্থায়ীত্ব, মাদানী কাফেলাতেই নিহিত রয়েছে।
- মাদানী কাফেলা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য মেরুদন্ডের হাঁড়ের ভূমিকা বহন করে।
- যদি শরয়ী কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে দ্বীনের জন্য ঘর থেকে বাইরে **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে থাকার অভ্যাস গড়ুন। আমি ঘরের বাইরে থেকে **আল্লাহ্ তায়ালা**র আদেশে দ্বীনের খেদমত করার সৌভাগ্য পেয়েছি।
- আমি মাদানী কাফেলায় সফরকারীদের ভালবাসি।
- আমাদের উদ্দেশ্য মাদানী কাফেলার মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় সুন্নাতের বসন্তকে প্রসার করা। **(নেক বন্নে অউর বানানে কা তরীকা, ২৯-৩৩ পৃষ্ঠা)**

লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মে চলো, সিখনে সুন্নাতেঁ কাফেলে মে চলো।
হোঙ্গি হাল মুশকিলেঁ কাফেলে মে চলো, দূর হোঁ আ'ফতেঁ কাফেলে মে চলো।
ইয়া খোদা হার গড়ী রাট হো আত্তার কি, কাফেলে মে চলো কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় এমনও হয় যে, কোন ব্যক্তি কারো সাথে ওয়াদা করে, যেমন; আপনার অমুক কাজটি এতদিনে মধ্যে সম্পন্ন করে দেবো কিন্তু কোন অপারগতার কারণে কাজটি সম্পন্ন করতে পারেনি, এখন যরে সাথে ওয়াদা করা হয়েছিলো সে এটা মনে করলো যে, ওয়াদাকারী তার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে এবং টাল-বাহানা করে কাজ করছে, এই ভূল ধারণার কারণে সংশ্লিষ্টদের

www.dawateislami.net

মাঝে মনোমালিন্য হয়ে যায় অতঃপর গীবত, অপবাদ এবং ছিদ্রান্বেষণ ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। মনে রাখবেন! ওয়াদা ভঙ্গ সর্বদা এরূপ নয় যে, যা আমরা মনে করে নিই বরং ওয়াদা ভঙ্গ তখনই বলা হবে যখন ওয়াদা পূরণ করার নিয়্যতই না থাকে। যেমনিভাবে-

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ওয়াদা ভঙ্গ এটা নয় যে, মানুষ ওয়াদা করবে এবং তার নিয়্যত তা পূরণ করারও হয় বরং ওয়াদা ভঙ্গ এটা যে, মানুষ ওয়াদা করবে আর তার, নিয়্যত যদি তা পূরণ করার না হয়।

(আল জা'মেউ লা খলকুর রা'বী, বাবুল আমলাইল হাদীস, ৩১৫ পৃষ্ঠা, নম্বর-১১৬৮)

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে এবং তার নিয়্যত তা পূরণ করারই হয় অতঃপর পূরণ করতে পারেনি, ওয়াদা অনুযায়ী করতে পারেনি তবে সেজন্য কোন গুনাহ নেই।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফিল আদাতু, ৪/৩৮৮, হাদীস: ৪৯৯৫)

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: হাদীসের উদ্দেশ্য হলো; যদি ওয়াদাকারী পূরণ করার ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু কোন অপারগতার কারণে পূরণ করতে পারলো না তবে সে গুনাহগার নয়, এভাবেই যদি কারো নিয়্যতই ওয়াদা ভঙ্গরই হয় কিন্তু ঘটনাক্রমে পূরণ করে দিয়েছে, তবে গুনাহগার হবে সেই মন্দ নিয়্যতের কারণে। প্রত্যেক ওয়াদায় নিয়্যতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। **(মীরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৯২)**

সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ওয়াদা করলো কিন্তু তা পূরণ করাতে শরয়ী কোন প্রতিবন্ধকতা ছিলো, এই কারণে পূরণ করলো না তবে তাকে ওয়াদা ভঙ্গ বলা যাবে না এবং ওয়াদা ভঙ্গর যে গুনাহ রয়েছে তা এই অবস্থায় হবে না। যেমন; ওয়াদা করেছিলো যে, অমুক স্থানে আসবো এবং সেখানে বসেই তোমার অপেক্ষা করবো। কিন্তু যখন সেখানে গেলো তখন দেখলো যে, সেখানে নাচ-গান এবং মদের আসর ইত্যাদিতে লোকেরা লিপ্ত, (সুতরাং) সেখান থেকে চলে আসলো তবে এটা ওয়াদা ভঙ্গ নয় বা তার অপেক্ষা করার ওয়াদা করলো এবং অপেক্ষা করছিলো এমন সময় নামাযের সময় হয়ে গেলে সে চলে গেলো (তবে তা) ওয়াদার খেলাফ হলো না।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৭ম পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

দারুল মদীনা মজলিশের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, ওয়াদা করার পর তা পূরণ না করা সর্বাবস্থায় ওয়াদা ভঙ্গ নয়, সুতরাং যদি কখনো কেউ ওয়াদা করে পূরণ না করে বা দেরী করে তবে কখনোই তার বিরুদ্ধে ওয়াদা ভঙ্গের অপবাদ দেয়া, তার বদনাম করা বা তার সম্পর্কে কুধারণ ও গীবত করার পরিবর্তে সুধারণা করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে মুসলমানদের সুধারণা পোষণ করতে, ওয়াদা পূরণ করতে এবং ওয়াদা ভঙ্গ থেকে বাঁচতে ভরপুর মানসিকতা দেয়া হয়, সুতরাং আপনারাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৪টি বিভাগের (Departments) মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিনোতে ব্যস্ত রয়েছে। উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত দ্বীনি শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, মাদানী মুযাকারা, মাদানী কাফেলা, মাদানী দাওরা, আমলের সংশোধন কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স, ফরয উলুম কোর্স, মাদানী চ্যানেল এবং মাদানী দরস ইত্যাদির গুরুত্ব স্বতন্ত্র কিন্তু প্রয়োজন এই কাজেরও ছিলো যে, এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক যেখানে দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষার সুন্দর সংমিশ্রন হবে, যাতে শিক্ষারত মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নিরা শুধু গর্বিত মুসলমান হবে না বরং শরীয়াত অনুযায়ী শিক্ষা অর্জন করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজে উল্লেখযোগ্য মর্যাদাও অর্জন করতে পারে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে **"দারুল মদীনা"** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সুতরাং আপনিও আপনার সন্তানকে ইলম ও আমলের অনুসারী বানাতে এবং সমাজের উত্তম ব্যক্তি বানাতে **দারুল মদীনা**য় ভর্তি করিয়ে দিন, যেন বাল্যকাল থেকেই তাদের চরিত্রে ভাল চারিত্রিক গুণ সৃষ্টি হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সমাজে উন্নতি অর্জন করার জন্য পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস (Trust) অর্জন করা খুবই জরুরী এবং উন্নতির এই সফরে সফলতা পাওয়ার জন্য সত্যনিষ্ঠতা প্রতিটি কদমে কদমেই প্রয়োজন হয়, যার একটি মাধ্যম হলো

www.dawateislami.net

ওয়াদা পূরণ করা। আসুন! ওয়াদা পূরণ করা এবং ওয়াদা ভঙ্গর গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রবণ করি:

(১) ওয়াদা পূরণের ফযীলতের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখুন!

ওয়াদা পূরণ করার অভ্যাস গড়ার জন্য এর ফযীলত সম্পর্কীত বর্ণনা এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের ঘটনাবলী অধ্যয়ন করুন। কেননা, এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমলের প্রেরণা সৃষ্টি হবে। উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি হাদীস শরীফ শ্রবণ করি, যাতে ওয়াদা পূরণকারীদেরকে উত্তম লোকদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে ওয়াদা পূরণকারী এবং নেক স্বভাবের অধিকারী, নিশ্চয়! **আল্লাহ্ তায়ালা** অজ্ঞাতনামা এবং পরহেযগার বান্দাকে পছন্দ করেন। (মুসনদে আবী ইয়ালা, মুসনদে আবী সাঈদ খুদরী, ১/৪৫১, হাদীস: ১০৪৭)

(২) ওয়াদা ভঙ্গ করার ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতির প্রতি ভাবুন!

ওয়াদা ভঙ্গর ক্ষতিসমূহের প্রতি চিন্তা ভাবনা করাতেও ওয়াদা পূরণ করার অভ্যাস হবে। ওয়াদা পূরণ না করার ক্ষতির মধ্যে এটাও রয়েছে যে, ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকদের নিদর্শন, **আল্লাহ্ তায়ালা**র অসন্তুষ্টির কারণ এবং দুনিয়ায় সম্মান ও প্রভাব নষ্ট হওয়ার কারণ, ওয়াদা ভঙ্গকারীর কোন কথাই বিশ্বাস যোগ্য হয় না, ওয়াদা ভঙ্গকারী দুনিয়ায় তো অপমানিত হয়ই, আখিরাতেও কঠিন শাস্তির অধিকারী হয়ে যায়।

(৩) সতর্কভাবে কথা বলুন

ওয়াদা ভঙ্গ থেকে বাঁচার জন্য সতর্কতা সহকারে কথা বলাও উপকারী, যেমন; যদি দর্জি হয়ে থাকে, তবে ওয়াদা করবেন না বরং এভাবে বলুন: "আমার ইচ্ছা তো আছেই কালকের মধ্যে কাপড় আপনাকে দিয়ে দেয়ার, তবে ওয়াদা করছি না, এতে অলসতা হয়ে যেতে পারে।" অথবা এরূপ সাবধানী কথা বলুন। সঠিক অপারগতা বলে দেয়াতেও কোন সমস্যা নেই। এভাবে যে ইসলামী ভাইদের লেনদেনের কাজ, যদি তারা দৃঢ়ভাবে (Confirm) জানে যে, এই লেনদেন ওয়াদা

www.dawateislami.net

অনুযায়ী সময় মতো হবে না তবে এই অবস্থায় তাদের উচিৎ, কাউকে কোন জিনিষ পৌঁছাতে নির্দিষ্ট সময় (Confirm time) না দেয়া।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী ফুল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যেমনিভাবে অন্যান্য বিষয়ে আমাদের পথ নির্দেশনা দেন, তেমনিভাবে ওয়াদা ভঙ্গ করা থেকেও বাঁচার বিষয়েও আমাদের সুন্দর মাদানী ফুল প্রদান করেছেন। যেমনিভাবে তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রচনা **"গীবত কি তাবাকারিয়া"**য় বলেন:

(১) ওয়াদা হচ্ছে, কারো সাথে ওয়াদার নিয়ম অনুযায়ী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া যে, আমি অমুক কাজটি করবো অথবা অমুক কাজটি করবো না। যদি সে ওয়াদা শব্দটি উল্লেখ না করে, কিন্তু তার কথাবার্তার ধরণ ও নিশ্চয়তাজ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায় সে তার প্রদত্ত অঙ্গিকারটি অবশ্যই পালন করবে, তখনো তা ওয়াদা হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন; সে বললো: মাদানী কাফেলায় সফর অবশ্যই করবো, অথবা বললো সত্য কথাই বলছি, অথবা বললো নিশ্চিত থাকুন, অথবা বললো প্রস্তুত আছি, অথবা বললো অঙ্গিকার করছি, অথবা বললো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, অথবা বললো চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি। এর দৃষ্টান্ত এভাবে বুঝে নিন যে, যেমন বিয়ে শাদীর কথাবার্তা। কেননা এটাও একটি ওয়াদা, যদিও তাতে ওয়াদা শব্দটি উল্লেখ থাকে না, তারপরও কনে পক্ষের সাথে কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার কারণে তা ওয়াদা হিসেবেই গণ্য হয়। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত হওয়াটাই ওয়াদা। (গীবত কি তাবাকারিয়া, ৪৬১ পৃষ্ঠা) **(২)** কতিপয় লোক ওয়াদা না নিয়ে বরং এরূপই বলে থাকে, "আচ্ছা ভাই! ওয়াদা না করলে সংকল্প করে নিন।" এরূপ বলাটাও উচিত নয়। কেননা এভাবে সংকল্প বা নিয়্যত করানোও অনেককে গুনাহে পতিত করতে পারে। আর অন্তরে নিয়্যত না থাকা সত্ত্বেও যে বলবে, আমি সংকল্প বা নিয়্যত করছি আমি বার মাস বা ৩০ দিন বা ৩ দিন মাদানী কাফেলায় সফর করবো, এরূপ বলাটা জঘন্য মিথ্যা। তাই যখনই কাউকে সংকল্প বা নিয়্যত করাবেন সাথে সাথে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ও বলাবেন। যাতে মনে ইচ্ছা না থাকলেও সে যেন মিথ্যার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

(গীবত কি তাবাকারিয়া, ৪৬২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) 'চেষ্টা করবো' এরূপ বললেও গুনাহে পতিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা তার অন্তরে নিয়্যত না থাকা সত্ত্বেও সে যদি রক্ষা পাওয়ার জন্য বলে দেয়, 'চেষ্টা করবো' তাহলে তা হবে মিথ্যা। তাই তার দ্বারা বলাবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চেষ্টা করবো।" চেষ্টা করবো এ কথাটির প্রচলন আমাদের দেশে খুবই ব্যাপক। তাই বক্তার প্রথমে তার নিয়্যত নিয়ে চিন্তা করা উচিত। যদি চেষ্টা করবো বলার পাশাপাশি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বলারও অভ্যাস গড়ে তোলা হয় তবে মুক্তি পাওয়া যাবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বলার সময় এর অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর অর্থ হচ্ছে **আল্লাহ্ তায়ালা** যদি চান। অনেক লোক তা উচ্চারণ করতেও জানে না তাই এর বিশুদ্ধ উচ্চারনেরও অনুশীলন করতে হবে। **اِنْ ـ شَآءَ ـ الله** **(গীবত কি তাবাকারিয়া, ৪৬২ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা ওয়াদা পূরণ সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, আমরা শুনলাম যে,

❋ ওয়াদা পূরণ করা মুসলমানকে সাহায্য করার মাধ্যম। ❋ ওয়াদা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে। ❋ ওয়াদা পূরণ করা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র সুন্নাত। ❋ ওয়াদা পূরণ করা বুযুর্গদের পদ্ধতি। ❋ ওয়াদা পূরণকারীরাই উত্তম মানুষ। ❋ ওয়াদা ভঙ্গকারীর প্রতি **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর** ফিরিশতাদের অভিশাপ বর্ষিত হয়। ❋ ওয়াদা ভঙ্গকারীর না ফরয কবুল হয় না, নফল কবুল হয়। ❋ ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য ধ্বংসই ধ্বংস। ❋ ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকদের নিদর্শন। ❋ ওয়াদা ভঙ্গ করা দুনিয়া ও আখিরাতের অপমান ও অপদস্ততার কারণ।

আল্লাহ্ তায়ালা, নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن সদকায় আমাদের সকলকে ওয়াদা পূরণ করার এবং ওয়াদা ভঙ্গ করা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে

www.dawateislami.net

ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবরস্থানে উপস্থিতির সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** এর ৩৭ পৃষ্ঠা হতে কবরস্থানে উপস্থিতির সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ❀ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করার জন্য নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো কেননা তা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণ, আর আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (ইবনে মাযাহ্, ২/২৫২, হাদীস: ১৫৭১) ❀ (ওলী-**আল্লাহ্**র মাজার শরীফ বা) কোন মুসলমানের কবর যিয়ারতের জন্য যেতে চাইলে মুস্তাহাব হচ্ছে: প্রথমে নিজের ঘরে (মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে) দুই রাকাত নফল নামায আদায় করা, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে এ নামাযের সাওয়াব সাহিবে কবরকে পৌঁছিয়ে দেয়া। **আল্লাহ্ তায়ালা** সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করবে এবং এ (সাওয়াব প্রেরণকারী) ব্যক্তিকে অনেক বেশী সাওয়াব প্রদান করবেন। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫/৩৫০) ❀ মাযার শরীফ বা কবর যিয়ারতের জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় অনর্থক কথায় মশগুল না হওয়া। (প্রাগুক্ত) ❀ কবরস্থানের মধ্যে ঐ সাধারণ রাস্তা দিয়ে যাবেন, যেখানে পূর্বে কখনও মুসলমানদের কবর ছিল না, যে রাস্তা নতুন তৈরী করেছে সেটার উপর দিয়ে যাবেন না। **"রদ্দুল মুহতার"** বর্ণিত রয়েছে: (কবরস্থানের মধ্যে কবর বিলীন করে) যে নতুন রাস্তা তৈরী করা হয়েছে সেটার উপর চলাচল করা হারাম। (রদ্দুল মুহতার, ১/৬১২) বরং নতুন রাস্তায় কেবল ধারনার মাধ্যমে সেটার উপর চলাচল করা নাজায়িয ও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ৩/১৮৩) ❀ কিছু ওলীর মাযারে দেখা যায় যে, যিয়ারতকারীর সুবিধার জন্য মুসলমানদের কবরকে ভেঙ্গে বিলীন করে সমতল করে দেওয়া হয়, এইরূপ জায়গায়

www.dawateislami.net

ঘুমানো, হাটা-চলা, দাঁড়ানো, তিলাওয়াতও যিকির করার জন্য বসা হারাম, দূর থেকেই ফাতিহা পড়ে নিন। ❀ কবর যিয়ারত মৃত ব্যক্তির চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে করা, আর কবরবাসীর পায়ের দিক থেকে যাবেন যেন তাঁর দৃষ্টির সামনে থাকেন, শিয়রের দিক থেকে আসবেন না, কারণ তাঁকে মাথা তুলে দেখতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৩২) ❀ কবরস্থানে এভাবে দাঁড়ান যেন কিবলার দিকে পিঠ এবং কবরবাসীর চেহারার দিকে মুখমন্ডল হয়, এরপর বলুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ بِالْاَثَرِ

অর্থাৎ হে কবরবাসী! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন, তোমরা আমাদের পূর্বে চলে এসেছ, আর আমরা তোমাদের পরে আগমনকারী। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫/৩৫০) ❀ কবরের উপর আগর বাতি জ্বালানো যাবে না। কেননা এটা বে-আদবী ও মন্দ কাজ (এবং এতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়) হ্যাঁ! যদি (উপস্থিতদেরকে) সুগন্ধ (পৌছানোর) জন্য (জ্বালাতে চান তবে) কবরের পাশে খালি জায়গা থাকলে সেখানে জ্বালাবেন। কেননা, সুগন্ধি পৌছানো উত্তম কাজ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৪৮২, ৫২৫) ❀ কবরের উপর প্রদিপ বা মোমবাতি প্রভৃতি রাখবেন না। কারণ এটা আগুন, আর কবরের উপর আগুন রাখলে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়, হ্যাঁ যদি রাতে পথচারীর জন্য বাতি জ্বালানো উদ্দেশ্য হয়, তবে কবরের এক পার্শ্বে খালি জায়গার উপর মোমবাতি বা প্রদীপ রাখতে পারেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

তেরী সুন্নাতোঁ পে চল কর মেরী রূহ জব নিকাল কর,　　চলে তু গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net